রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনীতির চাকা স্থবির: সবুর খান

দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট সমস্যা গুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং সমস্যার কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে এসবিডি টুয়েন্টিফোর ডট কম'র সাথে কথা বলেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি ও ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান ***জনাব মোহাম্মদ সবুর খান****।*

এসবিডি: দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

সবুর খান: ৫ জানুয়ারির নির্বাচন পূর্ব ও পরের পরিস্থিতি অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে মারাত্বক বাজে প্রভাব ফেলেছে এবং অর্থনীতির চাকাও পেছনে চলে গেছে। মনঃস্তাত্বিকভাবে মানুষ কিন্তু অনেকটা স্থবির হয়ে যাচ্ছিল, কারণ ব্যবসায়ীদের ভেতর একটা আতঙ্ক কাজ করছিল যে এরপর কি হতে যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা আমরা কেউ ধারণা করতে পারছিলাম না এরপর কি হবে। সে কারণে আমরা মনে করি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি ভালো না থাকে তাহলে দেশের অর্থনীতিকে কোনোভাবেই সচল রাখা সম্ভব নয়। অর্থনীতি সবসময়ই বিপদগস্ত থাকবে।

এসবিডি: চলমান পরিস্থিতি আমাদের পোশাক শিল্পকে কতটা প্রভাবিত করছে?

সবুর খান: আসলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মূল যে সমস্যাটা হয় সেটা হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। যা গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে এ খাতকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। যেমন স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টসসহ বেশ কয়েকটি গার্মেন্টসে অগ্নিকান্ডের পেছনে কিন্তু রাজনৈতিক সহিংসতাই সবচেয়ে বড় কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো আজো সনাক্ত করা যায়নি কারা কেন, কি কারণে এই ধরনের একটা ভালো যারা ১০০% কম্প্লায়েন্স মেনে চলে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিলো। সেজন্য আমরা মনে করি গার্মেন্টস সেক্টর কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্থ হচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেইম টাইম যারা মনঃস্তাত্বিকভাবে একটু দুর্বল তাদের অনেকেই কিন্তু এ ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছে। কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছে। সুতরাং এধরনের পরিস্থিতি যদি দীর্ঘমেয়াদে থাকে তাহলে আরএমজি সেক্টরের জন্য এটা ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে।

এসবিডি: এটা তো আপনি স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টসের কথা বললেন, অন্যান্য গার্মেন্টসগুলোতে যে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটছে তার কারণও কি একই?

সবুর খান: হ্যা অবশ্যই। বেশিরভাগের পেছনে রয়েছে রাজনীতি। আসলে প্রথম কারণ হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকার কারণে শ্রমিকদের মধ্যে বাইরে থেকে একটা অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়া হয়। এটি পূর্বপরিকল্পিত। তা না হলে এত নিরাপত্তা থাকা সত্বেও এমন অবস্থা কি করে হয়? যদি রাজনৈতিক সমঝোতা থাকতো তাহলে এধরনের ঘটনা ঘটতো না।

এসবিডি: এই ঘটনাগুলোর সাথে পোশাকশিল্প মালিকদের কতটা সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সবুর খান: ওই একই কথা রাজনৈতিক সহিংসতা যখন থাকে তখন কিছু মালিকের যে ইল-মোটিভ থাকতে পারে না তা কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেও কিন্তু এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারে এই ভেবে যে, এই সময় এধরনের ঘটনা ঘটালে সে পার পেয়ে যাবে। তার ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ হয়ত মওকুফ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার জানা মতে এধরনের ঘটনা কিন্তু এখনো ঘটেনি বা আমার নলেজে আসেনি। ঋণের দায়ে পর্যুদস্ত হয়ে আগুনে জ্বালিয়ে দিলেই কি সে মুক্তি পেয়ে যাবে? না, হয়ত সে সাময়ীকভাবে অনুশোচনা বা সমবেদনা পেতে পারে। কিন্তু আল্টিমেটলি তাকে ঋণ শোধ করতে হবে।

এসবিডি: চলমান অস্থিতিশীল পরিবেশ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে বলুন।

সবুর খান: বৈদেশিক বাণিজ্যের আমাদের যে গতিটা বর্তমানে আছে, এখানে কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরেও রপ্তানির পরিমাণ খুব একটা কমেনি। সরকার কিন্তু অনেক সময় এটাকে একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে দেখে। কিন্তু এর মূল কারণ হলো আমাদের দেশে যারা ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা, তারা অনেক স্পিরিট নিয়ে কাজ করে। যতই সমস্যা থাকুক না কেন, হরতাল হলে রাতে কাজ করে, অলটারনেট ওয়েতে কাজ করে। এমনকি ট্রান্সপোর্ট সমস্যা থাকা সত্বেও পুলিশ পাহারায় বা বিভিন্নভাবে তারা মালামাল ডেলিভারি দেয়ার চেষ্টা করেছে। যদিও রাজনৈতিক স্থিশীতিলতা থাকলে এর পরিমানটা আরো অনেক বেড়ে যেত। হয়তো গ্রোথ রেটটা বেড়ে ডাবল বা ট্রিপল হয়ে যেত। এক্ষেত্রে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এখন বিষয়টি হচ্ছে, যে রেকর্ডটি নিয়ে আমরা আনন্দিত হচ্ছি, সেটা কিন্তু আসলে আমাদের পারফেক্ট রেকর্ড না। আমাদের প্রতিনিয়ত লোকসংখ্যা বাড়ছে, প্রতিনিয়ত ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়ছে। আপনি দেখেন দশ বছর আগে যিনি গার্মেন্টসে একটি ভালো চাকরি করতেন আজ সে নিজেই একটি গার্মেন্টস খুলে ফেলেছে। তাহলে কি, এই নতুন উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্টগুলো আমাদের ইকোনমিতে ইনভলভ হচ্ছে না?

এসবিডি: এই অবস্থায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কি বাংলাদেশ বিমুখ হচ্ছে ?

সবুর খান: হ্যা অবশ্যই অনেক ক্রেতা যারা বাংলাদেশে ব্যবসা করত তারা এখন অলটারনেট বাজার খুঁজছে। ভিয়েতনাম বা অন্যান্য দেশে যাচ্ছে। বাট অ্যাট দ্য সেইম টাইম এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের বাজারটা কিন্তু অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে এবং এখানে তুলনামূলক ডাইভারসিবল প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও আগে অনেক ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট এবং এক্সেসোরিজ বাইরে থেকে আনা হতো, সেগুলো এখন আর বেশি ইমপোর্ট করা লাগে না। দেশেই তৈরি হচ্ছে এসব প্রোডাক্ট। এজন্য ইন্ডাস্ট্রি এখন মোটামুটি একটা সাসটেইনেবল অবস্থায় চলে এসেছে। এখন কিছু ব্যবসা চলে যাবে আবার কিছু আসবে যেমন তুরস্কসহ বেশ কয়েকটি দেশ নতুন করে ব্যবসায়ীক আওতায় এসেছে। এই অবস্থায় বিশ্ব বাজারে আমাদের অবস্থানটা খারাপ হবে। নো ডাউট।

কিন্তু আবার রাজনৈতিক অবস্থা যদি ভালো থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের সম্পর্কটা আবার শক্তিশালী হবে।

এসবিডি: ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে লোকসানের শিকার হচ্ছে, তা পুষিয়ে নেয়ার কোনো উপায় আছে কি?

সবুর খান: তা পুষিয়ে নেয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যদি হরতাল বা অবরোধ প্রতিনিয়ত হতেই থাকে তাহলে কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে না। এ থেকে উত্তোরণ ঘটলে অল্প সময়ের ভেতরে ব্যবসায়ীরা ঘুরে দাড়াতে পারবে। কারণ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মতো এত পরিশ্রমী ব্যবসায়ী পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। এজন্য আমরা মনে করি যদি সরকার এবং বিরোধী দল দুই পক্ষই একটি কার্যকর সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতাতায় আসে তাহলে এই ক্ষতিটাকে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব।

এসবিডি: দেশের পোলট্রি শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে। এর কারণ কি? আপনার মতে এ সমস্যার সমাধান কি?

সবুর খান: সৃষ্ট সমস্যার কারণে পোল্ট্রি শিল্পটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ পোল্ট্রির টাইম পিরিয়ডটা খুবই সীমিত। খুব অল্প সময়ে ডিম থেকে বাচ্চা গ্রো করে। তখন বাচ্চাটাকে আবার ট্রান্সফার করতে হবে আরেকটি জায়গায়। আবার একইভাবে হাইব্রিড সিস্টেমে ১৫ বা ৩০ দিনের মধ্যে মুরগি বড় হয়ে যাচ্ছে। এখন এই অবস্থায় সাপ্লাই চেইনে যদি বিঘ্ন ঘটে তখন এই মুরগিগুলো নিয়ে পোল্ট্রি ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়ে যায়। তারা এগুলো যথাসময়ে বাজারজাত করতে পারে না। অলরেডি দেখবেন যে অনেক পোল্ট্রি ব্যবসায়ী কিন্তু তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তো এই জন্য আমি বলব যে, এই ধরনের ব্যবসায়ীরা যেন রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করলে এ সমস্যার সমাধান হবে।

এসবিডি: এ অবস্থায় ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকরী সংস্থাগুলোর করণীয় কি?

সবুর খান: এ অবস্থায় ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর একটু সফট হওয়া উচিৎ। ইতোমধ্যে আমাদের দেশের ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো ব্যবসায়ীদেরকে নানারকম সুবিধা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবসায়ীদের ঋণের উপর সুদ মওকুফের বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসেছে।

এসবিডি: আপনি তো ‘২০০০ উদ্যোক্তা’ তৈরির প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন। তরুণদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পেয়েছেন? এ প্রকল্প নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

সবুর খান: আসলে এই প্রকল্পটা থেকে আমরা তরুণদের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য সাড়া পেয়েছি। আমাদের মেইন টার্গেট ছিল ২০০০ উদ্যোক্তার একটি মডেল তৈরি করে দেব যাতে তাদের এই প্রসেসগুলো অন্যরা ফলো করে। ইতোমধ্যে আমরা উদ্যোক্তা তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটা ওয়েবে আপলোড করে দিয়েছি। এর ফলে যে সুবিধাটা হলো সেটা হচ্ছে নতুন করে কেউ যদি উদ্যোক্তা হতে চায় তাহলে সে ওই টেমপ্লেট গুলো ফলো করতে পারবে, কিভাবে অন্যরা করেছে সে বিষয়ে ধারনা পাবে। কিভাবে ব্যবসার প্রপোজাল তৈরি করতে হয়, কিভাবে লোন পাওয়া যায়, কিভাবে কপিরাইট করা যায় এবং কিভাবে ব্যবসার মার্কেটিং করতে হয় সে সম্পর্কে তারা এখান থেকে ধারনা পাবে। আমরা আশা করছি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স যখন এটি শেষ করবে তখন অন্যরা এই বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। আশা করছি এই প্রোজেক্টের সাথে আমি সবসময়ই জড়িত থাকব।

এসবিডি: এ প্রকল্প আমাদের অর্থনীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে কি?

সবুর খান: এই প্রকল্পের একটি বড় সুবিধা হলো এটি অনেক লোকের কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং এটি তরুণদেরকে চাকরি না খুজে চাকরির বন্দোবস্ত করতে সাহায্য করবে। আমাদের এই প্রকল্পের স্লোগান হচ্ছে ‘চাকরি খুজব না, চাকরি দেব’।

এসবিডি: সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

সবুর খান: এসবিডিকেও ধন্যবাদ।

Published on: www.sbd24.com
Date: February 11, 2014